১১-১১-১৬ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজের উচ্চ ভাগ্য বানানোর জন্য রুহানী সেবার নেশা রাখো , সবাইকে জ্ঞান ধনের দান করতে থাকো ।"

প্রশ্ন :- রুহানী বাবা এমন কোন্ শ্রীমত দেন যা আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ দেয় নি ?

উত্তর :- হে রুহানী বাচ্চারা , তোমরা এই রুহানী সেবায় দধিচি ঋষির মতো নিজের অস্থিও স্বাহা করো । বাবার থেকে তোমরা যে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন পেয়েছো তার দান করো । এই হলো সত্যিকারের সেবা । এমন সেবা করার মত কোনো মানুষ দিতে পারে না । যারা রুহানী সেবা করে তারা সবসময় খুশীতে নাচতে থাকে । তখন তোমরা উচ্চ ভাগ্যের অধিকারী হতে পারবে ।

গীত :- বদল যাএ দুনিয়া, না বদলেঙ্গে হম..... বদলে যাক এই দুনিয়া, আমরা (বাবা ও আমি) বদলাব না .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গানের দুই লাইন শুনল । তারা তো গান বানিয়ে দিয়েছে । যখন কোনো দুজন মানুষের মধ্যে বিবাহ হয় , তখন একথাটা তো পাকাই হয়ে যায় যে স্ত্রী - পুরুষ কখনোই একজন অন্যজনকে ছাড়বে না । খুব কমই এমন দেখা যায় যে যাদের নিজেদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ার কারণে একজন অন্যজনকে ছেড়ে দেয় । এখানে তোমরা বাচ্চারা কার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছো? ঈশ্বরের সঙ্গে । যাঁর সাথে তোমরা বাচ্চারা বা সজনীরা আবদ্ধ হয়েছো । কিন্তু যিনি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান তাঁকেই তোমরা ছেড়ে দাও । এখানে তোমরা বাচ্চারা এসে বসেছো । তোমরা জানো যে বেহদের বাপদাদা এলেন বলে । সেন্টারে থাকাকালীন তোমাদের যে অবস্থা হয় , বাইরে গিয়ে তা থাকে না । এখানে তোমরা বুঝতে পারবে বাপদাদা এই এলেন বলে । যেই তোমরা সেন্টারের বাইরে যাও তখন ভাবো যে বাবার বলা মুরলী এল বলে । এখানে আর বাইরের দুনিয়ার মধ্যে অনেক তফাত থাকে কারণ এখানে তোমরা বাপদাদার সামনে এসে বসো । আর বাইরে তোমরা বাপদাদার সামনে থাকো না । তোমরা চাও যে আমরা সামনে গিয়ে মুরলী শুনি। এখানে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে যে, বাবা এই এলেন বলে । যেমন অন্য সৎসঙ্গে মানুষ ভাববে যে অমুক স্বামীজী আসবেন । কিন্তু সকলেরই এই খেয়ালও একমতো থাকে না । কারো আবার সম্বন্ধীদের কথা মনে পড়ে । একজন গুরুর প্রতিও মানুষের বুদ্ধি স্থির থাকে না । বিশেষ কেউ কেউই একজন স্বামীজীর স্মরণে থাকেন । এখানেও ঠিক এমনই । এমন নয় যে এখানে সবাই শিববাবার স্মরণে থাকে । বুদ্ধি তো এখানে ওখানে ছুটতেই থাকে । মিত্র সম্বন্ধীদের কথাও মনে পড়ে যায় । সারা সময় এক শিববাবার সামনে থাকলে তো আহা কি সৌভাগ্য । এমন স্থায়ী স্মরণে অল্প কিছু মানুষই থাকতে পারে । এখানে শিববাবার স্মরণে থাকলে তো তোমাদের অনেক খুশীতে থাকা উচিত । সেই অতীন্দ্রিয় সুখের কথা গোপী বল্লভের গোপ গোপীদের জিজ্ঞাসা করো । এ সবই এই সময়ের গায়ন । এখানে তোমরা বাবার স্মরণে এসেছো । তোমরা জানো যে এখন আমরা ঈশ্বরের হয়েছি, এরপর দেবতাদের কোলে জন্ম নেবো । কোনো কোনো বাচ্চার বুদ্ধিতে এই সেবার খেয়াল চলে যে এই ছবিতে কিছু কারেকশন করি বা কিছু লিখে দিই । কিন্তু সুপুত্র যদি হয় তারা বুঝবে যে এখন তো বাবার থেকেই আমাদের শুনতে হবে , তারা মনে অন্য কোনো সঙ্কল্প আনতেই দেবে না । *সব পয়েন্ট কিন্তু একসাথে বোঝানো হয় না । একটা লক্ষ্য ঠিক রাখা হয় । বিনাশও সামনে উপস্থিত । এ

হলো সেই আগের বিনাশ । সত্য যুগ আর ত্রেতাযুগে কোনো লড়াই ঝগড়া হয় না । পরে যখন অনেক ধর্ম আসে , লোকজন বাড়তে থাকে তখন লড়াই শুরু হয়ে যায় । প্রথম প্রথম আত্মা সতোপ্রধান হয় তারপর সতো , রজো এবং তমোতে আসতে থাকে । এই সব কথা বুদ্ধিতে থাকা চাই৷ রাজধানী কেমন করে স্থাপন হচ্ছে । এখানে থাকলে এই কথা বুদ্ধিতে রাখা চাই । শিববাবা এসেই আমাদের জ্ঞান রত্ন দান করেন যা আমাদের বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । ভালো ভালো বাচ্চারা নোটস্ রাখে, এই নোটস্ রাখা খুবই ভালো , এতে বুদ্ধিতে বিভিন্ন বিষয় আসতে থাকে । আজ এই বিষয়ের উপর বোঝাবো । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের কতো সম্পত্তি দিয়েছিলাম । সত্যযুগ আর ত্রেতাতে তোমাদের কাছে অথৈ ধনসম্পদ ছিলো , তারপর বাম মার্গে চলে যাবার কারণে সেইসব কম হয়ে গেছে । খুশীও আসতে আসতে কম হয়ে গেছে । তোমরা কিছু কিছু বিকর্ম করাও শুরু করে দাও । নামতে নামতে তোমাদের কলাও কম হয়ে যায় । সতোপ্রধান তারপর সতো , রজো এবং তমো এই ধরনের অবস্থা তোমরা পার হও । সতো থেকে রজোতে যখন আসে তখন হঠাত্ করে আসে না৷ তমোপ্রধান অবস্থাতেও তোমরা আসতে আসতে নামতে থাকো । তাতেও আবার সতো , রজো এবং তমো এই অবস্থা আসে । হঠাত্ করেই তমোপ্রধান কেউ হয়ে যায় না । ধীরে ধীরে সিঁড়ি নামতে থাকে । ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকে । এখন তোমাদের লাফ দেবার সময় হয়েছে । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । এর জন্য খুব অল্প সময় বাকি আছে । এমন গায়নও আছে যে ওপরে উঠতে পারলে বৈকুন্ঠ রস পান করা যাবে । কামের চড় খেলে একদম চুরচুর হয়ে যেতে হয় । হাড়গোড় ভেঙ্গে যায় , যেন কোনো মানুষ নিজেকে হত্যা করেছে । একে আত্মঘাত নয় , জীবঘাত বলা হয় । এও হলো আত্মার মৃত্যু । আর তোমরা ভাগ্যের জন্য যা কামিয়েছো সব শেষ হয়ে যায় । এখানে তো বাবার থেকেই তোমাদের বর্সা বা সম্পত্তি পেতে হবে , তাই বাবাকেই তোমাদের স্মরণ করতে হবে কারণ বাবার থেকেই তোমরা বাদশাহী পাবে । নিজেকেই তোমরা জিজ্ঞেস করো ,আমরা বাবাকে স্মরণ করে ভবিষ্যতের জন্য কতটা কামাই করেছি । কতোজন অন্ধের লাঠি হতে পেরেছি । ঘরে ঘরে এই খবর দিতে হবে যে এই পুরোনো দুনিয়া বদল হচ্ছে । বাবা নতুন দুনিয়ার জন্য এখন রাজযোগ শেখাচ্ছেন । সিঁড়িতে দেখানো হয়েছে যে, এটা বানাতেও অনেক পরিশ্রম লাগে । সারাদিন এই খেয়াল চলে যে কিভাবে সহজ বানানো যায় যাতে সবাই বুঝতে পারে । সমস্ত দুনিয়ার মানুষ তো আর আসবে না । দেবী দেবতা ধর্মের লোকেরাই আসবে । তোমাদের এই সেবাকাজ তো অনেকেই চলবে । তোমরা জানো যে তোমাদের ক্লাস কতোদিন পর্যন্ত চলবে । মানুষ তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে ভাবে । শাস্ত্র আদিতেও এই কথা শোনানো হয় । মানুষ ভাবে যে যখন অন্তিম সময় আসবে তখন সবার সদ্গতিদাতা আসবে এবং যারা তার শিষ্য তাদেরই গতি হবে । তারপর আমরা গিয়ে জ্যোতিতে মিলিয়ে যাবো । কিন্তু এমন তো হয় না । তোমরা জানো যে তোমরা অমর বাবার দ্বারা সত্যিকারের অমর কথা শুনছো । তাই অমর বাবা যে কথা বলবেন সেই কথা তোমাদের মেনে চলা উচিত । বাবা কেবল বলেন আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র হও । না হলে অনেক সাজা খেতে হবে আর পদ ও কম হয়ে যাবে । এই সেবাকাজে অনেক পরিশ্রম করতে হবে । যেমন দধিচি ঋষির উদাহরণ আছে যে তিনি তাঁর সমস্ত অস্থি সেবায় দিয়ে দিয়েছিলেন । নিজের শরীরের খেয়াল না করে এই সেবা কাজ করতে হবে , একে বলা হয় হাড়ে হাড়ে সেবা করা , আর দ্বিতীয়ত হলো অস্থি সমর্পণ করে রুহানী সেবা । রুহানী সেবা যারা করে তারা রুহানী জ্ঞানের কথাই শোনাতে থাকে । তারা জ্ঞান ধন দান করতে করতে খুশীতে নাচতে থাকে । এই দুনিয়াতে মানুষ যে সেবা করে তা হলো দেহের সেবা । বসে বসে শাস্ত্র পাঠ করা কোনো রুহানী সেবা নয় । রুহানী সেবা একমাত্র বাবাই শেখান । আধ্যাত্মিক বাবা এসে তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানদের অর্থাত্ আত্মাদের পড়ান । তোমরা

এখন সত্যযুগে নতুন দুনিয়াতে যাবার জন্য নিজেকে তৈরী করছো । সেখানে তোমাদের কোনো বিকর্ম হবে না । ও হলো রামরাজ্য । সেখানে অল্প মানুষই থাকে । সেই অল্প মানুষই এসে এখানে পড়াশোনা করবে । এখন তো এই রাবণ রাজ্যে সবাই দুঃখী । এই সমস্ত জ্ঞান পুরুষার্থের নম্বর হিসাবে তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । এই সিঁড়ির ছবিতে সমস্ত জ্ঞানের কথা এসে যায় । এই ছবি বানানোর জন্যও যন্ত্র চাই । গভর্ণমেন্টের রোজ কত কাগজ ছাপা হয় । কতো কাজ কারবার চলে । এখানে তো সব হাত দিয়ে বানাতে হয় ।

বাবা বলেন যে এই শেষ জন্ম যদি তোমরা পবিত্র হও তাহলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । এই জ্ঞান কারোর কাছেই নেই । তারা বলবে , এই সিঁড়িতে অন্য ধর্মের খবর কি আছে ?সেও এই গোলাতে লাগানো আছে । তারা তো নতুন দুনিয়াতে আসেই না । তারা শান্তি পায় । ভারতবাসীরাই তো স্বর্গে ছিলো । এই ভারতেই শিববাবা রাজযোগ শেখাতে আসেন তাই ভারতের এই প্রাচীন রাজযোগ সবাই পছন্দ করে । এই ছবি দেখে তারা নিজেরাই বুঝবে যে বরাবর নতুন দুনিয়াতে কেবল ভারতই ছিলো । নিজের ধর্মকেও তারা বুঝতে পারবে । যেমন ক্রাইস্ট এসেছিলেন ধর্ম স্থাপন করতে । এই সময় তিনিও ভিখারীর রূপে আছেন , এখন সমস্ত মানুষই তমোপ্রধান হয়ে গেছে । এ রচনা আর রচয়িতার কত বড় জ্ঞানের কথা । তোমরা বলতেই পারো আমাদের কারোর পয়সার দরকার নেই । পয়সা দিয়ে আমরা কি করবো । তোমরা নিজেদের শোনা আর অন্যদের শোনানোর জন্য এই সব ছবি ছাপাও । এই ছবি দিয়েই তোমাদের উপকার নিতে হবে । তোমরা হল বানাও , যেখান থেকে এই জ্ঞানের কথা শোনানো যায় । বাকি তোমরা পয়সা নিয়ে কি করবে । তোমাদেরই ঘরের কল্যাণ করতে হবে । তোমরা ব্যবস্থা করো , অনেক লোক এসে এই কথা শুনবে । রচনা আর রচয়িতার এই জ্ঞানের কথা খুবই সুন্দর । এ তো মানুষকেই বোঝাতে হবে, বিদেশীরা এই জ্ঞানের কথা শুনতে খুব পছন্দ করবে । তারা খুব খুশী হবে । তারা ভাববে যে আমরাও যদি বাবার সাথে যোগ লাগাই তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । সবাই বুঝতে পারবে এই জ্ঞান গড ফাদার ছাড়া আর অন্য কেউই দিতে পারে না । মানুষ বলে যে ভগবান স্বর্গ স্থাপন করেছিলেন । কিন্তু তিনি কিভাবে আসেন , সেই কথা কেউ জানে না । তোমাদের এই কথা শুনে অনেকেই খুশী হবে । তারপর পুরুষার্থ করে তারা যোগ শিখবে । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্যও তারা পুরুষার্থ করবে । এই সেবা কাজের জন্য তোমাদের অনেক খেয়াল রাখতে হবো ভারতে দক্ষতা দেখাতে পারলেই তখন তোমাদের বাইরে পাঠানো হবে । এই মানুষরা জানে যে নতুন দুনিয়া তৈরী হতে দেরী লাগে না । কোথাও যদি ভূমিকম্প হয় তাহলে ২ – ৩ বছরের মধ্যে নতুন বাড়ি তৈরী করা হয় । যত বেশি কারিগর হবে তত তাড়াতাড়ি বাড়ি তৈরী করা যাবে । এক মাসেও বাড়ি বানানো যায় । কারিগর , জিনিসপত্র যদি তৈরী থাকে তাহলে বাড়ি তৈরী করতে সময় লাগে না । বিলেতে বাড়ি কেমনভাবে তৈরী হয় , যেন এক মিনিটে একটা মোটর তৈরীর মতো । তাহলে স্বর্গ কত তাড়াতাড়ি তৈরী হবে । সেখানে তোমরা সোনা , রূপো অনেকই পেয়ে যাবে । এইসব সোনা , রূপা , হীরে খনি থেকে নিয়ে আসা হবে । এইসব দক্ষতাও তারা এখন শিখছে । সাইন্স নিয়ে আজ কতখানি অহংকার । এই সাইন্স আবার ওই দুনিয়ায় কাজে আসবে । এখানে যারা শিখছে তারা ওখানে জন্ম নিয়ে এই কাজে আসবে । ওই সময় তো সম্পূর্ণ দুনিয়াই নতুন দুনিয়া হয়ে যাবে , রাবণ রাজ্যও শেষ হয়ে যাবে । ৫ তত্বও তাদের মতো করে সেবায় লেগে যায় । স্বর্গও তৈরী হয়ে যায় । সেখানে কোনো উপদ্রবই থাকে না । সেখানে তো রাবণ রাজ্য নয় , সেখানে সবই সতোপ্রধান । সবথেকে ভালো কথা হলো , বাবার সাথে সবসময় ভালোবাসা রাখতে হবে । বাবা তোমাদের সতর্ক

করার জন্য যেসব সূত্র দেন তা নিজে ধারণ করতে হবে এবং অন্যকেও এর দান দিতে হবে । যত তোমরা দান দেবে তত একত্রিত করতে পারবে । সার্ভিস না করলে ধারণ কেমন করে করবে । বুদ্ধি দিয়ে এই সার্ভিস করা দরকার । এই সার্ভিস তো অনেক ধরনেরই হয় । কেউই এই কাজ করতে পারে । দিন প্রতিদিন এর উন্নতি করতে হবে । সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও উন্নতি করতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেদের মধ্যে একে অপরের প্রতি সম্মান রাখতে হবে । সার্ভিসের শখ রাখতে হবে । জ্ঞান রত্ন দিয়ে নিজের ঝুলি ভর্তি করে অন্যকেও তার দান করতে হবে ।

২) এক বাবার থেকেই শ্রীমত শোনার সঙ্কল্প রাখতে হবে । অন্য কোনো চিন্তায় বুদ্ধির চঞ্চলতা যেন না আসে ।

বরদান :- নিজের শান্ত স্বরূপ স্থিতির দ্বারা শান্তির কিরণ ছড়িয়ে দিয়ে মাষ্টার শান্তিসাগর হও ।

বর্তমান সময়ে বিশ্বের বেশীরভাগ আত্মার সবথেকে বেশী প্রয়োজন – সত্যিকারের শান্তি । দিন প্রতিদিন অশান্তির অনেক কারণ বেড়ে চলেছে আর বাড়তেই থাকবে । যদি নিজে অশান্ত নাও হও, অন্যের অশান্তির বায়ুমন্ডল, বাতাবরণ শান্ত অবস্থায় থাকতেই দেবে না । অশান্তির টেনশন বাড়তেই থাকবে । এই সময় তোমরা মাষ্টার শান্তির সাগর বাচ্চারা অশান্তির সংকল্পকে পরিবর্তিত করে বিশেষ শান্তির ভাইব্রেশন ছড়াও ।

স্লোগান :- বাবার সর্বগুণের অনুভব করার জন্য সর্বদা জ্ঞান সূর্যের সামনে থাকো ।